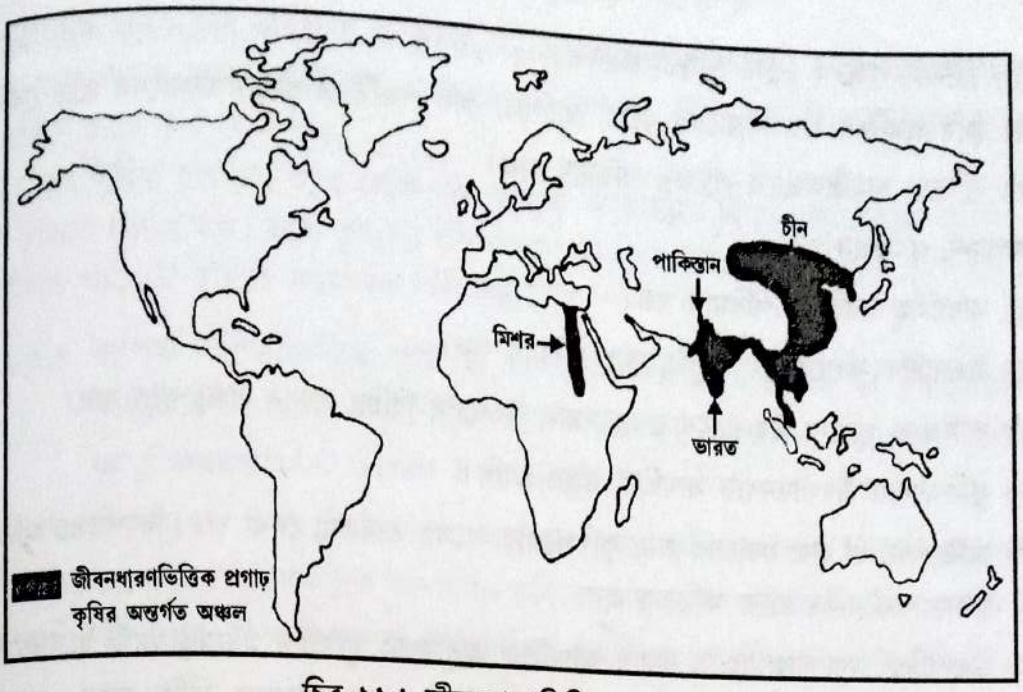
ফসল।

### ১১.৩.৫.৩ জীবনধারণভিত্তিক প্রগাঢ় কৃষি বা ইন্টেনসিভ সাবসিসটেন্স এগ্রিকালচার (Intensive Subsistence Agriculture)

বিশ্বের যে সমস্ত অঞ্চলে জনঘনত্ব বেশি, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দ্রুত, শ্রমিক সস্তা ও সহজলভ্য এবং কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণ সীমিত, সেখানে জীবিকা ও জীবনধারণের জন্য গড়ে উঠা শ্রমনিবিড় কৃষিব্যবস্থাকে জীবনধারণভিত্তিক প্রগাঢ় কৃষি বলে। ইংরাজী পরিভাষায় এই কৃষিকে ইন্টেনসিভ সাবসিসটেন্স এগ্রিকালচার বলে।

জীবিকাসত্তাভিত্তিক প্রগাঢ় কৃষি বিশ্বের সর্ববৃহৎ অর্থনৈতিক উদ্যোগ। সমগ্র পৃথিবীর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ লোক এ-জাতীয় কৃষির ওপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল। বস্তুতপক্ষে বিশ্বের অধিকাংশ উন্নতিশীল দেশগুলিতে প্রগাঢ় জীবিকাসত্তাভিত্তিক কৃষিকাজ লক্ষ্য করা যায়। নিরক্ষীয়, ক্রান্তীয় এবং উষ্ণ-উপক্রান্তীয় অঞ্চলে ও মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চলে এ-জাতীয় চাষের প্রাধান্য রয়েছে। অর্থাৎ ভারত, বাংলাদেশ, মায়ানমার, নেপাল, ভুটান, পাকিস্তান,




*চিত্র ১১.১ জীবনধারণভিত্তিক প্রগাঢ় কৃষি*

কাম্পুচিয়া, ভিয়েতনাম, মিশর, সুদান প্রভৃতি দেশে জীবিকাসত্তাভিত্তিক প্রগাঢ় কৃষিব্যবস্থার প্রচলন আছে। আলোচ্য কৃষির বৈশিষ্ট্য হল—

(১) **জমি ঃ**

(ক) কৃষিজমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ।

(খ) কৃষি জোতগুলি (holdings) ছোট; বিভিন্ন আকৃতির এবং বিক্ষিপ্ত ধরনের।

(গ) জনসংখ্যার বিপুল চাপের জন্য মাথাপিছু জমির পরিমাণ সীমিত।

(ঘ) কৃষি জোতগুলি পুরুষানুক্রমে উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বিভক্ত হওয়ার ফলে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর আকার ধারণ করে।

(ঙ) কৃষি জোতগুলি ছোট ও বিভিন্ন আকৃতির।

(চ) কৃষি জোতগুলি অধিকাংশই আয়তন ও উৎপাদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রান্তিক শ্রেণীর।

(২) **শ্রমিক ঃ**

(ক) কৃষিশ্রমিক সহজলভ্য এবং কৃষি শ্রমপ্রগাঢ় চরিত্রের।

(খ) শ্রমিকের মজুরি কম।

(গ) কৃষিশ্রমিকের অধিকাংশই জমির মালিকানা থেকে বঞ্চিত।

(ঘ) অধিকাংশ কৃষিশ্রমিক নিরক্ষর, অভিজ্ঞতার মাধ্যমে স্বশিক্ষিত, রুগ্ন, কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, ভাগ্য ও ঈশ্বর বিশ্বাসী, ধর্ম-বর্ণ-জাতপাতের বৈষম্যে ক্লিষ্ট, দরিদ্র এবং বহু সন্তানের জনক।

(ঙ) কৃষিক্ষেত্রে ছদ্ম বেকারত্বের প্রাদুর্ভাব।

(৩) **মূলধন ও যন্ত্রপাতি ঃ**

(ক) কৃষিতে মূলধনী বিনিয়োগ প্রয়োজনের তুলনায় কম।

(খ) ভারী কৃষি যন্ত্রপাতি, যেমন, ট্রাকটর, হারভেস্টার ইত্যাদি এখানে ব্যবহারের অনুপযুক্ত। এই চাষে ব্যবহৃত কৃষি যন্ত্রপাতি পুরানো ধরনের।

(গ) কৃষিতে পশু ও পেশী শক্তির প্রাধান্য।

(ঘ) কৃষি প্রযুক্তির ধীর বিস্তারের ফলে আলোচ্য কৃষি পদ্ধতিতে আধুনিকীকরণের প্রতি ঝোঁক দেখা যায়।

(ঙ) কৃষিতে সামগ্রিকভাবে লাভের পরিমাণ অল্প।

(৪) **উৎপাদন ও ফলন ঃ**

(ক) মাথাপিছু ফলনের পরিমাণ স্বল্প।

(খ) উৎপাদিত ফসলের মধ্যে উদ্বৃত্তের পরিমাণ কম।

(গ) কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদনে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

(ঘ) কৃষিপণ্যের উৎপাদনব্যয় সামগ্রিক ভাবে বেশি।

(ঙ) অতিফলন বা অল্প ফলনের জন্য কৃষিপণ্যের দামের তারতম্য দেখা যায়। বিশেষতঃ অতিফলনের জন্য কৃষক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

(চ) উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করার আঞ্চলিক অসুবিধার সুযোগে মধ্যস্বত্বভোগী দালালশ্রেণী কৃষকদের কাছ থেকে অল্প দামে পণ্য সংগ্রহ করে বেশি দামে বাজারে বিক্রি করে। ফলে বাজারজাত কৃষিপণ্যের দাম অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বেশি হয়।

(৫) **অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজার ঃ**

(ক) জনসংখ্যার অধিকাংশের কৃষিনির্ভরতা সত্ত্বেও, কৃষিপণ্যের আমদানি অতি স্বাভাবিক ঘটনা।

(খ) দেশের অর্থনৈতিক প্রয়োজনে কিছু কিছু কৃষিজাত পণ্য বিদেশে রপ্তানি করা হলেও, দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে ঐ পণ্যগুলির চাহিদা ও দাম অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বেশি।

(গ) উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করার আঞ্চলিক অসুবিধার সুযোগে মধ্যস্বত্বভোগী দালালশ্রেণী কৃষকদের কাছ থেকে অল্প দামে পণ্য সংগ্রহ করে বেশি দামে বাজারে বিক্রি করে। ফলে বাজারজাত কৃষিপণ্যের দাম অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বেশি হয়।

(৬) **প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব ঃ**

(ক) কৃষিতে প্রাকৃতিক পরিবেশের সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

(খ) বর্ষার আগমন, স্থায়িত্ব, ব্যাপ্তি ও বর্ষার প্রকৃতির (nature) ওপর কৃষির সাফল্য নির্ভর করে। অতিবৃষ্টিতে বন্যা এবং অনাবৃষ্টিতে খরা এ-জাতীয় চাষের অর্থনৈতিক সফলতাকে নিয়ন্ত্রিত করে।

(৭) **কৃষি প্রণালী ঃ**

(ক) কৃষিজমির অবস্থান, প্রাকৃতিক পরিবেশের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য এবং কৃষিশ্রমিকের কর্ম-দক্ষতার ওপর নির্ভর করে এক-ফসলী/দো-ফসলী/বহু-ফসলী/আর্দ্র/শুষ্ক সেচ-সেবিত কৃষিব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়।

(খ) ধান প্রধান উৎপাদিত শস্য।

(গ) অব্যবহৃত বা পতিত জমিকে কৃষিকাজের অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ সরকারী বা বেসরকারী পর্যায়ে যথেষ্ট কম।

(ঘ) ক্রমবর্ধমান খাদ্যের চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে বেশ কিছু জায়গায় শস্যের পাশাপাশি মাছের চাষ করা হয়। বিশেষতঃ খাল, বিল, পুকুর, বাদা, ভেড়ি, নদী ইত্যাদি জায়গায় বিজ্ঞানভিত্তিক মাছের চাষ বাড়তি খাবার ও বাড়তি আয়ের সুযোগ ঘটায় এবং গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগীও প্রতিপালন করে।

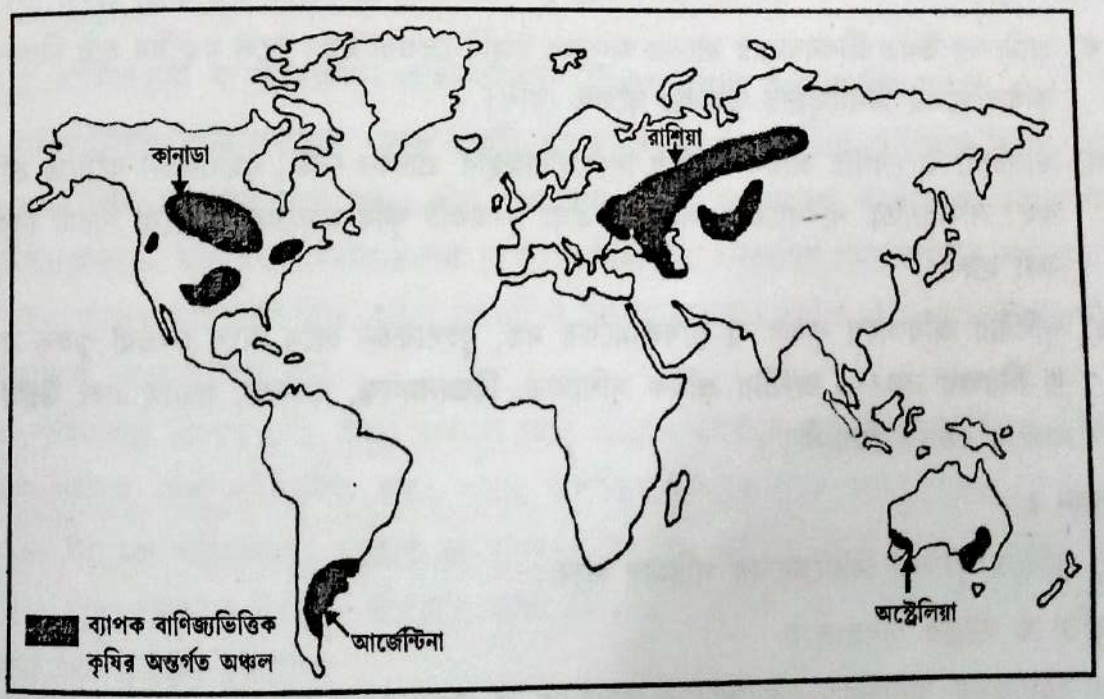
জীবনসত্তাভিত্তিক প্রগাঢ় কৃষি এশিয়া ও আফ্রিকার জনবহুল দেশগুলির জাতীয় অর্থনীতির প্রধান ধারক ও বাহক। ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান, পাকিস্তান, মায়ানমার, ভিয়েতনাম, চীন মিশর, ইথিয়োপিয়া, সুদান প্রভৃতি দেশে জীবনধারণভিত্তিক প্রগাঢ় কৃষি দেখা যায়।

এই কৃষির মূল সুবিধা হল যে, প্রচুর লোক এই কৃষিতে অংশ নিয়ে জীবনধারণ করতে পারে। তবে অসুবিধে হল যে, এই কৃষিতে মুনাফা অল্প। ফলে কৃষকের জীবনযাত্রার মান খুব উন্নত নয়। উপযুক্ত কৃষি পরিষেবার বন্দোবস্ত করতে না পারলে আলোচ্য কৃষিকে লাভজনক করা শক্ত।

### ▲ ১১.৩.৫.৪ ব্যাপক বাণিজ্যভিত্তিক কৃষি বা বাণিজ্যভিত্তিক শস্যের চাষ বা এক্সটেনসিভ কমার্শিয়াল কালটিভেশন অথবা কমার্শিয়াল গ্রেন ফার্মিং (Extensive Commercial Cultivation or Commercial Grain Farming)

আধুনিক কৃষি-পরিকাঠামোর উপর নির্ভর করে যে বিজ্ঞানসম্মত কৃষিকাজ শস্য উৎপাদনকে ব্যবসায়িক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে, সেই প্রযুক্তিকেন্দ্রিক বৃহদায়তন কৃষিকে ব্যাপক বাণিজ্যভিত্তিক কৃষি বা বাণিজ্যভিত্তিক শস্যের চাষ বলে। ইংরাজী পরিভাষায় এই কৃষিকাজকে এক্সটেনসিভ কমার্শিয়াল কালটিভেশন বা কর্মাশিয়াল গ্রেন ফার্মিং বলা হয়।

বাণিজ্যভিত্তিক ব্যাপক কৃষিব্যবস্থা বিশ্বের সেই সমস্ত অঞ্চলে গড়ে উঠেছে যেখানে জনঘনত্ব কম, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার স্বল্প, কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণ ব্যাপক, জনসংখ্যার এক মুষ্টিমেয় অংশ কৃষিকে পেশা ও লাভের উৎস




*চিত্র ১১.২ ব্যাপক বাণিজ্যভিত্তিক কৃষি*

হিসাবে গ্রহণ করেছে। বস্তুতপক্ষে বিশ্বের অধিকাংশ শিল্পোন্নত দেশে ব্যাপক বাণিজ্যভিত্তিক কৃষি বা রপ্তানিবাণিজ্য নির্ভর শস্যের চাষ লক্ষ্য করা যায়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রপ্তানিবাণিজ্য নির্ভর শস্য উৎপাদন ব্যবস্থা প্রগাঢ় জীবিকাসত্তাভিত্তিক কৃষির পরিপূরক। কারণ ব্যাপক কৃষির উদ্বৃত্ত ফসল প্রায়শই প্রগাঢ় কৃষিভিত্তিক অঞ্চলের খাদ্যঘাটতি মেটানোর কাজে ব্যবহার করা হয়। আমেরিকা, কানাডা, রাশিয়ার গম এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। বিশ্বের উপক্রান্তীয় এবং নাতিশীতোষ্ণ মন্ডলে ব্যাপক বাণিজ্যভিত্তিক চাষের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানী, রাশিয়া, ইউক্রেন, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড, আর্জেন্টিনা ইত্যাদি দেশে ব্যাপক

বাণিজ্যভিত্তিক কৃষি বা রপ্তানি বাণিজ্য নির্ভর ব্যাপক শস্য উৎপাদন ব্যবস্থার প্রচলন আছে। আলোচ্য কৃষিকাজের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

(১) **জমি ঃ**

(ক) কৃষিকাজে নিয়োজিত জমির পরিমাণ ব্যাপক ও বিশাল।

(খ) কৃষি জোতগুলি প্রকান্ড, যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গম চাষের জন্য ব্যবহৃত জোতগুলির মাপ ৩৫০ থেকে ৮০০ হেক্টরের মধ্যে।

(গ) জনসংখ্যার চাপ কম থাকার জন্য মাথাপিছু জমির পরিমাণ প্রচুর।

(ঘ) বিরাট বিরাট মাপের কৃষি জোতগুলি ভারি যন্ত্রপাতি, যেমন— ট্রাক্টর, হারভেস্টার ইত্যাদি ব্যবহারের উপযুক্ত।

(ঙ) কৃষি জোতগুলি আয়তন ও উৎপাদনের পরিপ্রেক্ষিতে লাভজনক।

(চ) জমির ব্যবহারযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য ভূমির সুষম ব্যবহার পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়।

(ছ) অব্যবহৃত বা পতিত জমিকে কৃষিকাজের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এই কাজ কৃষিজমি সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

(২) **শ্রমিক ঃ**

(ক) জনসংখ্যার আয়তন ছোট হওয়ার জন্য, কৃষি শ্রমপ্রগাঢ় চরিত্রের নয়।

(খ) শ্রমিকের উন্নত জীবনযাত্রার মানের অনুরূপ মজুরি দেওয়া হয়। ফলে মজুরির হার বিকাশশীল দেশের কৃষিশ্রমিকের দিনমজুরির তুলনায় যথেষ্ট বেশি।

(গ) ভাগচাষী বা বেগার শ্রমিক জাতীয় নিয়োগব্যবস্থার প্রচলন নেই। বৃহদায়তন কৃষিতে শ্রমিকের সংখ্যা কম। সাধারণতঃ পরিবারের লোকজন এবং দু-একটি কৃষি-মজুরের সাহায্যে বিরাট বিরাট জমি চাষ করা হয়।

(ঘ) পৃথিবীর অধিকাংশ কৃষক বা কৃষিশ্রমিকের মত, বৃহদায়তন চাষে অংশ নেওয়া কৃষক সম্প্রদায় দরিদ্র বা নিরক্ষর নয়। এ জাতীয় শ্রমিক সুশিক্ষিত, বিজ্ঞানমনস্ক, কর্মদক্ষ, সজাগ এবং উন্নত জীবনযাত্রার মান ও ভোগে বিশ্বাসী।

(৩) **মূলধন ঃ**

(ক) কৃষিতে মূলধনী বিনিয়োগের পরিমাণ প্রচুর।

(৪) **প্রযুক্তি ও যন্ত্রের ব্যবহার ঃ**

(ক) বৃহদায়তন বাণিজ্যভিত্তিক কৃষিতে আধুনিক ও উন্নতমানের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়। যেমন— ট্র্যাক্টর, থ্র্যাসার, হারভেস্টার ইত্যাদি।

(খ) কৃষিকাজের ওপর প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব থাকলেও, প্রযুক্তি ও গবেষণা, উৎপাদন ও ফলনের হার বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে।

(গ) সেচ পরিষেবা, উন্নত মানের বীজ, সার ও কীটনাশকের প্রয়োগের মাধ্যমে বৃষ্টির অনিশ্চিত আচরণ বা মাটির সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করা হয়।

(ঘ) কৃষিকাজে জড় শক্তির প্রাধান্য আছে।

(ঙ) বীজ সংরক্ষণ ও উৎপাদিত পণ্য গুদামজাত করার পদ্ধতি আধুনিক ও বিজ্ঞান-সম্মত।

(৫) **উৎপাদন ও ফলন ঃ**

(ক) মাথাপিছু ফলনের পরিমাণ প্রচুর।

(খ) উৎপাদিত ফসলের মধ্যে উদ্বৃত্তের পরিমাণ বেশি, কারণ জনসংখ্যার চাপ কম থাকায়, আভ্যন্তরীণ চাহিদার পরিমাণ স্বল্প।

(গ) কৃষিপণ্যের উৎপাদন ব্যয় সামগ্রিক ভাবে অল্প।

(ঙ) অতিফলনের জন্য বিক্রয়মূল্য প্রভাবিত হয়।

(চ) ব্যাপক বাণিজ্যভিত্তিক কৃষিব্যবস্থায় "ওয়ান ক্রপ স্পেশালাইজেশন" (One-crop specialisation) বা একটি নির্দিষ্ট শস্যের বিশেষায়নের ওপর জোর দেওয়া হয়।

(ছ) কৃষিপণ্যের সংগ্রহমূল্যের ওপর সরকারী নীতি ও জনমুখী প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

(৬) **অন্যান্য বৈশিষ্ট্য ঃ**

(ক) উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাত করার পদ্ধতি আধুনিক। পরিবহন ব্যবস্থা দক্ষ এবং উৎকৃষ্ট। জল পরিবহন ব্যবস্থার মাধ্যমে অধিকাংশ কৃষিপণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে সরবরাহ করা হয়।

(খ) প্রগাঢ় জীবিকাসত্তাভিত্তিক কৃষিব্যবস্থার মত এই কৃষিতে ছদ্ম বেকারত্ব দেখা যায় না।

(ঙ) বৃহদায়তন কৃষি আধুনিক লাভজনক অর্থনৈতিক কাজ হিসাবে স্বীকৃত।

(চ) গম প্রধান উৎপাদিত শস্য।

### ▲ ১১.৩.৫.৫ বাগিচাকৃষি বা প্লানটেশন এগ্রিকালচার (Plantation Agriculture)

যে রপ্তানি বাণিজ্যনির্ভর কৃষি-ব্যবস্থায় কোন একটি বিশেষ শস্য আন্তর্জাতিক চাহিদার ওপর ভিত্তি করে পরিকাঠামোগত সব রকম সুযোগসুবিধার মধ্যে চাষ করা হয়, সেই বৃহদায়তন লাভজনক একক শস্যকেন্দ্রিক কৃষিব্যবস্থাকে বাগিচাকৃষি বা প্লানটেশন এগ্রিকালচার বলে। বাগিচাকৃষি ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার অন্যতম সামাজিক পরিণতি। বৃহদায়তন ব্যাপক বাণিজ্যভিত্তিক কৃষির আঞ্চলিক বিশেষায়নের (regional specialisation) ফলাফল হিসাবেও বাগিচাকৃষিকে বিশ্লেষণ করা যায়।

বাগিচাভিত্তিক কৃষিব্যবস্থা বিশ্বের সেই সমস্ত অঞ্চলে গড়ে উঠেছে যেখানে সাম্প্রতিক অতীতেও বিদেশী শাসন বা বিদেশী পুঁজির অধীনে দেশ পরিচালিত হত। অর্থাৎ ঔপনিবেশিকতার সঙ্গে বাগিচাকৃষির সম্পর্ক নিবিড় ও অবিভাজ্য, যেমন— ইংরেজ পরিচালনায় ভারতে চা বাগিচার প্রবর্তন; ব্রাজিলে ইতালি থেকে আসা লোকজনের উদ্যোগে কফি চাষ; মালয়েশিয়াতে ইংরেজ উদ্যোগে রবার বাগিচার সূত্রপাত; লাইবেরিয়াতে মার্কিন পুঁজির ওপর ভিত্তি করে রবার চাষের প্রবর্তন ইত্যাদি।

বিশ্বের ক্রান্তীয় এবং নিরক্ষীয় অঞ্চলের দেশগুলিতে আপন অর্থনৈতিক স্বার্থ সুরক্ষিত রাখার উদ্দেশ্যে বা আন্তর্জাতিক বাজার থেকে প্রচুর লাভের আশায় প্রাথমিক ভাবে বিদেশী পুঁজির মদতে বাগিচাকৃষি গড়ে উঠেছে। মালয়েশিয়াতে রবার বাগিচাগুলি গড়ে তোলার পিছনে ইংরেজ স্বার্থ বা ইন্দোনেশিয়াতে রবার চাষ শুরু করার জন্য ওলন্দাজ স্বার্থ এই ভাবেই কাজ করেছে।

ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, লাইবেরিয়া, ঘানা, ব্রাজিল প্রভৃতি দেশে বাগিচাকৃষির প্রচলন আছে। চা, কফি, কোকো এবং রবার বাগিচাকৃষির অন্যতম ফসল। এ ছাড়া, বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে কলা, নারকেল, আখ, তুলা, আনারস, তামাক ও নানা ধরনের মশলা এই কৃষিব্যবস্থার মাধ্যমে উৎপাদিত হয়ে থাকে।

বাগিচাকৃষির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

(১) **জমি ঃ**

(ক) বাগিচাকৃষির জন্য নিয়োজিত জমির পরিমাণ ব্যাপক এবং কৃষি জোতগুলি বিরাট মাপের।

(খ) সাধারণতঃ লোকালয় থেকে দূরে যেখানে জমির দাম অপেক্ষাকৃত কম সেখানে অন্যান্য পরিকাঠামোগত সুবিধার সাহায্যে বাগিচাগুলি গড়ে তোলা হয়।

(গ) যে সমস্ত অঞ্চলে জমিতে জনসংখ্যার চাপ কম, সে ধরনের স্বল্প জনবসতির অঞ্চলগুলি বাগিচাকৃষির জন্য বেছে নেওয়া হয়।

(ঘ) বিরাট বিরাট মাপের কৃষি জোতগুলি কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহারের উপযোগী।

(ঙ) কৃষি জোতগুলি আয়তন ও উৎপাদনের পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণত লাভজনক।

(চ) বাগিচাকৃষি ভূমি ব্যবহারের (land use) আঞ্চলিক ধরনটিকে স্থায়ীভাবে পরিবর্তিত করে।

(২) **শ্রমিক ঃ**

(ক) বাগিচাকৃষি শ্রমপ্রগাঢ় (labour intensive) চরিত্রের। জমি ও গাছের পরিচর্যা, উৎপাদিত ফসল সংগ্রহ করা বা ফসলকে বাজারে পাঠানোর উপযুক্ত করে নেওয়া ইত্যাদি নানা কাজে প্রচুর শ্রমিকের দরকার হয়।

(খ) প্রয়োজনীয় শ্রমিক দেশের মধ্যে পাওয়া না গেলে বিদেশ থেকে বা প্রতিবেশী অঞ্চল থেকে শ্রমিক নিয়ে আসা হয়, যেমন— দার্জিলিং অঞ্চলে চা বাগানগুলি গড়ে ওঠার সময় নেপালী, ভুটিয়া, লেপচা ও মেচি সম্প্রদায়ের লোকজনকে শ্রমিক হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল বা যেভাবে এক সময়ে মালয়েশিয়ার রবার বাগিচাগুলিতে চীনা ও ভারতীয় শ্রমিক নিযুক্ত করা হয়।

(গ) বিদেশী শ্রমিক নিয়োগ করার ফলে জনগণের দেশান্তরী হওয়ার (migrate) প্রবণতা বাড়ে। ফলে সংস্কৃতিগত আদান-প্রদান বৃদ্ধি পায়, আঞ্চলিক সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠা যায়; নারী-পুরুষের অনুপাত প্রভাবিত হয়।

(৩) **মূলধন ও প্রযুক্তি ঃ**

(ক) বাগিচাকৃষিতে প্রচুর পরিমাণে মূলধন বিনিয়োগ করা দরকার হয়।

(খ) সেচ পরিষেবা, উন্নত কৃষি প্রযুক্তি, উচ্চফলনশীল বীজ, সার, কীটনাশক ইত্যাদি উপাদানগুলির সাহায্যে বাগিচাকৃষিকে লাভজনকভাবে গড়ে তোলা যায়।

(গ) বাগিচাকৃষিজাত ফসল রপ্তানিবাজারে সহজে পৌঁছে দেওয়ার জন্য স্থল পরিবহনের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

(ঘ) জল পরিবহন ব্যবস্থা বাগিচাকৃষির ফসল লেনদেনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

(৪) **বাজার ঃ**

(ক) বাগিচাকৃষি রপ্তানি বাণিজ্যের জন্য পরিচালিত।

(খ) দেশের আভ্যন্তরীণ বাজারে উৎপাদিত ফসলের বিশেষ কোন চাহিদা নেই।

(গ) বাগিচাকৃষিজাত ফসল বিকাশশীল দেশের রপ্তানিযোগ্য এবং শিল্পোন্নত দেশের আমদানিযোগ্য সম্পদ।

(ঘ) বাগিচাকৃষি অত্যধিক মাত্রায় বাজার নির্ভর। ফলে চাহিদা ও দামের তারতম্য বাগিচাকৃষির সাফল্যকে নিয়ন্ত্রিত করে।

(৫) উৎপাদন ঃ

(ক) বাগিচাকৃষিতে কোন একটি বিশেষ শস্যকে আন্তর্জাতিক চাহিদার ওপর লক্ষ্য রেখে বৃহদায়তনে উৎপাদন করা হয়।

(খ) বাগিচাকৃষির মাধ্যমে উৎপাদিত ফসল ফলনের উপযোগী হয়ে উঠতে দীর্ঘ সময় নেয় (long gestation period)।

(গ) বাগিচাকৃষির ক্রমবর্ধমান উৎপাদন ব্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে ইদানীং ছোট ছোট জমিতে ক্ষুদ্র কৃষক একই শস্য উৎপাদন করেন।

(৬) অন্যান্য বৈশিষ্ট্য ঃ

(ক) আধুনিক শিল্প পরিচালনার ক্ষেত্রে যে ধরনের উৎকর্ষতা ও দক্ষতার প্রয়োজন, বাগিচাকৃষিকে অধিকতর লাভজনক করে তোলার জন্য সেই পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও ব্যবসায়িক দূরদর্শিতার প্রয়োজন হয়।

(খ) বাগিচাকৃষির আমদানি করা ফসল শিল্পোন্নত দেশে শ্রমশিল্পের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

(গ) অধিকাংশ কৃষিবাগিচাগুলিতে, চাষ ও শিল্পের যৌথ উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়, যেমন, চা বাগানের সঙ্গে চা ফ্যাক্টরী, রবার বাগিচাগুলির সঙ্গে রবার ফ্যাক্টরী ইত্যাদি।

(ঘ) আলোচ্য কৃষি বিকাশশীল দেশের জাতীয় অর্থনীতির অঙ্গ।

(ঙ) বাগিচাকৃষির প্রবর্তন আঞ্চলিক অর্থনীতির ধারাটিকে গতিশীল এবং মজবুত করলেও কৃষিশ্রমিকের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির ধারা অতি ধীর ও সময়সাপেক্ষই থেকে যায়।

(চ) রোগপোকার আক্রমণ বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাগিচাকৃষির প্রধান অন্তরায়।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে পৃথিবীতে সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে প্রতিরোধ থাকবেই। সুতরাং, বাগিচা-কৃষিরও কিছু সহজাত ও কিছু সংস্পর্শগত দোষ আছে। তবে নিরক্ষীয় ও ক্রান্তীয় অঞ্চলের বিকাশশীল দেশগুলিতে বাগিচাকৃষির অর্থনৈতিক প্রভাব শুধু যে রপ্তানি বাণিজ্যকে সমৃদ্ধিশালী করেছে তাই নয়, বিদেশী পুঁজিনির্ভর বাজার অর্থনীতির দুয়ার বহুদিন আগেই উন্মুক্ত করেছে।

### ▲ ১১.৩.৫.৬ মিশ্রকৃষি বা মিক্সড ফর্মিং (Mixed Farming)

যে কৃষিব্যবস্থার মাধ্যমে শস্য উৎপাদন ও পশুপালনের মধ্যে অর্থনৈতিক সমন্বয় ঘটানো যায়, সেই বাজারমুখী এবং অপেক্ষাকৃত ঝুঁকিহীন কৃষিব্যবস্থাকে মিশ্র কৃষি বা মিক্সড্ ফার্মিং বলে।

মিশ্র কৃষিব্যবস্থায় একই জমি থেকে একই সঙ্গে যেমন শস্য উৎপাদন করা যায় তেমনি পশুজাত সামগ্রীও উৎপন্ন হয়। ফলে জমির ব্যবহার অনেক বেশি সুষম ও সর্বাঙ্গীণ হয়ে ওঠার সুযোগ পায়।

ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, বিশ্বের যে সমস্ত অঞ্চলে মিশ্র কৃষিব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, সেখানে শীতকালে অত্যধিক শৈত্যের কারণে বা জলবায়ুর অন্যান্য প্রতিবন্ধকতার জন্য সারা বছর কৃষিকাজ করা যায় না। ফলে অনুকূল আবহাওয়ার মধ্যে যতটা সম্ভব খাদ্য উৎপাদন করতে গেলে, জমিকে পশুপালন ও শস্য উৎপাদন, এই দুই ধারার অর্থনৈতিক কাজের জন্য উন্মুক্ত করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সে কারণে মিশ্র কৃষিব্যবস্থা প্রকৃতির সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করার এক সুন্দর উদাহরণ।

অর্থনৈতিক চরিত্র অনুসারে কিছু কিছু ভৌগোলিকের মতে পশুপালন ও শস্য উৎপাদন-নির্ভর অর্থনীতির মাঝামাঝি, মিশ্র কৃষিব্যবস্থার অবস্থান। আবার অনেকে এক-ফসলী কৃষি ও স্বয়ং-সম্পূর্ণ কৃষির মধ্যবর্তী ব্যবস্থা হিসাবে মিশ্র কৃষিকে চিহ্নিত করেন। মানুষের জন্য খাদ্যশস্য এবং একই সঙ্গে পশুখাদ্য উৎপাদন করাও মিশ্র কৃষির অঙ্গ বলে কিছু ভৌগোলিক মনে করেন।